# রেখা চিত্র ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ্

কৈশোরকালেই ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর নামের সঙ্গে আমাদের পরিচয়। হাইস্কুলের ছাত্রাবস্থায়ই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ও পাঠ্য বইয়ে শ্রদ্ধেয় শহীদুল্লাহর লেখা পাঠ করার সুযোগ ঘটে। সেকালেই আমাদের স্কুলের শিক্ষকদের মুখে শুনেছিলাম যে, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ একজন বহু ভাষাবিদ পণ্ডিত, তিনি বাংলা-ইংরেজী ছাড়াও ষোলটি বিদেশী ভাষায় কথা বলতে ও লিখতে পারেন। বাংলা ও আরবী ব্যাকরণ তাঁর মুখস্থ। শহীদুল্লাহ সাহেব আরবী-ফারসী-উর্দু-হিন্দী, সংস্কৃত ইত্যাদি যেকোনো ভাষার সব শব্দের অর্থই তৎক্ষণাত বলে দিতে পারেন। ইংরেজী আর ফরাসী ভাষাও তাঁর কণ্ঠস্থ। এসব ভাষার শব্দার্থ সবই তাঁর জানা। আমাদের বাংলার শিক্ষক আরও বলেছিলেন, বৌদ্ধ যুগের বাংলা ভাষা তথা চর্যাপদ বিষয়ে ফরাসী ভাষায় থিসিস লিখেই তিনি ডক্টরেট ডিগ্রী পেয়েছেন। শহীদুল্লাহ্ সাহেব ইসলামী শাস্ত্রেও সুপণ্ডিত, তিনি একজন জবরদস্ত আলেম।

এতসব কথা আমার স্কুল-শিক্ষকদের মুখে শুনে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহকে দেখার বাসনা মনে কৈশোরেই জেগেছিল। আর কী আশ্চর্য। আমাদের পারিবারিক পাঠাগারে রাখা মাসিক ‘প্রবাসী’, মাসিক ‘সওগাত’, মাসিক ‘মোহাম্মদী’ ইত্যাদির পাতা উল্টাতে গিয়ে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ’র কিছু রচনার সঙ্গে পরিচয় হলো, আর সৌভাগ্যক্রমে ‘মোহাম্মদী’তে তাঁর স্যুট-টাই পরা ও ছোট্ট ফ্রান্স-কাটশোভিত দাড়িসমেত একটি ছবিও পেয়ে গেলাম। সেই ছবিতে তাঁর মাথার চুল ছিল ছোট করে ছাঁটা। ফ্রান্সের প্যারিস থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ এবং স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে মাসিক ‘মোহাম্মদী’ তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে এই লেখা ও ছবি ছেপেছিলেন। ডক্টর শহীদুল্লাহ’র যুবক-বয়সের সেই ছবি দেখেই আমি কৈশোরকালেই ধরে নিয়েছিলাম যে, তিনি হবেন আমার মতোই একজন বেটে-খাঁটো মানুষ। সেই স্মৃতি আমার মনে গেঁথে গিয়েছিল। আমি ভেবে নিয়েছিলাম, শ্রদ্ধেয় শহীদুল্লাহ বুঝি সর্বদা সাহেবী-পোশাকই পরেন।

কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই আমার ভুল ধারণা ভাঙলো। আমার কৈশোরকালেই আমাদের তাল শহর হাইস্কুলে আয়োজিত পবিত্র মিলাদুন্নবীর বিরাট সভায় ও মিলাদ মাহফিলে শ্রদ্ধেয় ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহকে প্রধান অতিথি ও বক্তা হিসাবে পেলাম। দেশ বিভাগের আগের- ১৯৪৫ কি ১৯৪৬ সালের কথা। মনে পড়ে, আমরা কয়েকশ’ ছাত্র ও অসংখ্য মানুষ শহীদুল্লাহ সাহেবকে তাল শহর রেল-ষ্টেশনে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলাম, ‘শহীদুল্লাহ জিন্দাবাদ’ ধ্বনিতে চারপাশ মুখরিত হয়ে উঠেছিল। নবী-দিবসের সভা-মঞ্চেও তিনি যখন উঁচু চেয়ারে উপবিষ্ট হলেন, তখন আচকান পায়জামা পরা, লম্বা চুল ও দাড়ি-শোভিত এবং কালো টুপি মাথায় শহীদুল্লাহ সাহেবকে দেখে আমার মনে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এবং ‘প্রবাসী’ সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের ছবি জেগে উঠলো। মনে হলো, শহীদুল্লাহ সাহেব যেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কার্বন-কপি-চেহারা ও সুরতে। তাঁকে মিনি রবীন্দ্রনাথ বলেই মনে হলো।

শহীদুল্লাহ সাহেব যখন মঞ্চে ভাষণ দিতে দাঁড়ালেন, চারিদিক করতালিতে মুখর হয়ে উঠলো, পুনরায় ধ্বনিত হলোঃ ‘শহীদুল্লাহ জিন্দাবাদ’। তাঁর জ্ঞান-গর্ভ ও পান্ডিত্যপূর্ণ ভাষণ শুনে সবাই মুগ্ধ হলেন। সেদিনই লক্ষ্য করলাম, শ্রদ্ধেয় শহীদুল্লাহ কথা বলেন কিছুটা নাকি সুরে এবং অনেকটা ধীরে ধীরে। তাঁর জ্ঞান-গর্ভ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণের সবটুকু বোঝার ক্ষমতা আমার কৈশোরকালে ছিল না, তবু এটুকু বুঝেছিলাম যে, শুধু বাংলা ভাষা ও বিশ্বের অন্যান্য ভাষা বিষয়েই নয়, তিনি ইসলামী শাস্ত্রেও মহাপণ্ডিত, একজন মহৎ ধর্মবেত্তা। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য যেমন তাঁর হৃদয় জুড়ে আছে, তেমনি বিশ্বজনীন মানবধর্ম ইসলামের মহান আদর্শ এবং মাহাত্ম্য প্রচারেও তিনি নিবেদিতপ্রাণ। উদার ও অসাম্প্রদায়িক ডক্টর মুহম্মদ

শহীদুল্লাহ্ নিজ ধর্ম পালনেও ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান, একজন পরহেজগার ব্যক্তি। পরবর্তী জীবনে লেখা আমার প্রবন্ধ ‘জ্ঞান সাধক ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্’ এবং ‘মাতৃভাষা প্রেমিক শহীদুল্লাহ্’ শীর্ষক দু’টি দীর্ঘ প্রবন্ধে (‘সাহিত্য ও সাহিত্যিক’ গ্রন্থের অন্তর্গত) এবং অন্যান্য রচনায় আমি শ্রদ্ধেয় শহীদুল্লাহর অবদানের ওপর আলোকপাতের চেষ্টা করেছি। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তিনি ঐতিহাসিক ও অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করে গেছেন।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভাষাবিদ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ’র জীবন ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের মূল্যায়ন আমার এ রচনার উদ্দেশ্য নয়। সামান্য রেখা চিত্রের মাধ্যমে তাঁর চরিত্রের কয়েকটি দিক তুলে ধরাই মূল লক্ষ্য। ১৯৫০-এর দশকে ঢাকা কলেজে আই-এ পড়ার সময় এবং পরবর্তীকালেও ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর সঙ্গে পরিচয় এবং তাঁকে খুব কাছে থেকে বহুবার দেখার সুযোগ হয়। মনে পড়ে, ১৯৫১ কি’ ৫২ সালে একদিন ডক্টর শহীদুল্লাহকে দেখার বাসনায় আমি তাঁর বেগম বাজারের বাসায় গিয়ে হাজির হই। লক্ষ্য করলাম, জ্ঞান-তাপস শহীদুল্লাহ তাঁর বিশাল ব্যক্তিগত পাঠাগারে জ্ঞান-সাধনায় তথা পড়াশোনায় নিবিষ্ট। আমি বাসার দরজায় দাঁড়িয়ে সালাম দিতেই তিনি আমাকে ভিতরে যেতে আমন্ত্রণ জানালেন। আমি দ্বিধা-সংকোচ নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলাম। তিনি ইশারায় সামনের চেয়ারে বসতে বলে আমার নাম জিজ্ঞেস করলেন। আমি আমার নামঃ মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ বলতেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ‘আপনি কি কবিতা লেখেন? এই নামে তো পত্র-পত্রিকায় অনেক কবিতা দেখেছি।’ আমি ‘হ্যাঁ’ বলতেই ডক্টর শহীদুল্লাহ বললেনঃ ‘আপনার নামের অর্থ কি তা জনেন?’ আমি বললাম, না, স্যার। তিনি বললেন, আপনার নামের অর্থ হলো ‘আল্লাহ কর্তৃক রক্ষিত’ (ঝধাবফ নু অষষধয) ‘লও হে মাহফুজ’ থেকে এর উৎপত্তি। আমি সাহস করে তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসায় না থেকে বেগম বাজারের গিঞ্জি এলাকায় থাকেন কেন? তিনি উত্তরে বলেছিলেন, ‘এখানে তাজা গরুর গোশ্ত পাওয়া যায়। সকালে পরোটা খেতে হলে গরুর গোশ্ত ছাড়া চলে না।’ শহীদুল্লাহ সাহেব যে ভোজন রসিক ছিলেন সেটা তখনই বুঝেছিলাম।

সেই প্রথম আমার নামের অর্থ জানলাম। দেশী-বিদেশী ভাষার বিশেষ করে বাংলা ভাষার বিকৃতি ও ভুল উচ্চারণ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ একেবারেই সহ্য করতে পারতেন না। কারো নাম বলতে ভুল করলে কিংবা উচ্চারণে হেরফের হলে তিনি নাকি চটে যেতেন। তাঁর কৃতী পুত্র প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী ও সুলেখক মুর্তজা বশীরের আসন বা পুরো নাম সম্ভবতঃ মুর্তজা মুহম্মদ বশীরুল্লাহ। মুর্তজা বশীর, এই নামেরই সংক্ষিপ্ত রূপ। শুনেছি, শহীদুল্লাহ সাহেবের সর্ব কনিষ্ঠ পুত্র মুর্তজা মুহম্মদ বশীরুল্লাহকে কেউ শুধু ‘মুর্তজা বশীর, বললে শহীদুল্লাহ সাহেব নাকি ক্ষুব্ধ হতেন। উদার এবং আধুনিক মনের অধিকারী হলেও, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ অনেক ব্যাপারেই ছিলেন নিরপেক্ষ। মনে পড়ে, একবার পল্টনের ময়দানে আয়োজিত ঈদে মিলাদুন্নবীর অনুষ্ঠানে (সম্ভবতঃ অনুষ্ঠানটির আয়োজক ছিলেন তমদ্দুন মজলিস) শ্রদ্ধেয় শহীদুল্লাহ ছিলেন সভাপতি অথবা প্রধান অতিথি। অনুষ্ঠানে ‘হামদ্’ ও ‘নাত’ পরিবেশন করেন প্রখ্যাত কবি তালিম হোসেন (অনেকেই হয়তো জানেন না যে, মরহুম কবি তালিম হোসেন ছিলেন সুকন্ঠের অধিকারী ও একজন দক্ষ গায়ক)- যিনি ছিলেন শহীদুল্লাহ্ সাহেবের বিশেষে প্রীতিভাজন। তালিম হোসেন সাহেবের মাথায় টুপি না থাকায় সেদিন শ্রদ্ধেয় শহীদুল্লাহ সাহেব উষ্মা প্রকাশ করেন। অথচ এমনিতে তিনি ছিলেন খুবই স্নেহশীল, অমায়িক ও উদার মনের মানুষ। কুসংস্কার ও গোঁড়ামির তিনি ছিলেন বিরোধী। তবে ধর্মীয় আচার-আচরণে এবং নিজ ধর্ম পালনে অতীব নিষ্ঠাবান। মাথায় টুপি ছাড়া শহীদুল্লাহ সাহেবকে দেখাই যেতো না, টুপিবিহীন শহীদুল্লাহর ছবি খুঁজে পাওয়াই কঠিন।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বহু ভাষাবিদ ও সুপন্ডিত এবং অসামান্য জ্ঞান-সাধক ছিলেন। কিঃ' তিনি শুধু শীতল-পাণ্ডিত্যেরই চর্চা করেননি। কবিতার লেখক ও বিদেশী ভাষার কবিতার অনুবাদক শ্রদ্ধেয় শহীদুল্লাহর মনে কবিসত্তার অধিবাস ছিল, তিনি ছিলেন সুরসিক ব্যক্তিও। অনেকসময় তিনি রসালাপ এবং

ব্যাঙ্গ-কৌতুকও করতেন। শহীদুল্লাহ সাহেব কেন 'জন্ম নিয়ন্ত্রণ' করেননি, এই প্রশ্নের জবাবে তিনি নাকি রসিকতা করে বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের বাবা যদি জন্ম নিয়ন্ত্রণ করতেন তা হলে কি বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথের জন্ম হতো? তিনি নাকি আরও বলেছিলেন, আমি যদি জন্ম নিয়ন্ত্রণ করতাম, তা হলে চিত্রশিল্পী ও লেখক মুর্তজা মুহম্মদ বশীরুল্লাহ (মুর্তজা বশীর) কি তোমরা পেতে?

উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথের পিতা ও ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ উভয়েই অনেক সন্তানের জনক। শ্রদ্ধেয় শহীদুল্লাহ যে সুরসিক ছিলেন তার পরিচয় পেয়েছিলাম ষাটের দশকে। মনে পড়ে, ষাটের দশকে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও অন্য সাহিত্যিকদের সঙ্গে লেখকসংঘের সভায় (পাকিস্তান রাইটার্স গীল্ড) সভায় যোগদানের জন্য করাচী গিয়েছিলাম। তৎকালীন তেজগাঁও বিমান বন্দরে বিমানে আরোহণের আগে আমরা সবাই জীবন-বীমা অর্থাৎ লাইফ ইন্স্যুরেন্স করে নিয়েছিলাম। কিন্তু ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ইন্স্যুরেন্স করতে রাজি হননি। তিনি রসিকতা করে বলেছিলেন 'অনেকবার ইন্স্যুরেন্স করে দেখেছি, ভাগ্যের শিকা ছিঁড়ে না অর্থাৎ বিমান দুর্ঘটনায় পড়ে না।' শহীদুল্লাহ সাহেব গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন যে, জীবন-মৃত্যু, রিজিক-দৌলত আল্লাহর হাতে। কর্মের মাধ্যমে এবং আল্লাহর রহমতেই মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন ও উন্নয়ন ঘটে। তিনি একটা কথা বলতেন 'আল্লাহ যাকে দেয়, ছাপ্পড় ফেঁড়েই দেয়।'

শ্রদ্ধেয় ডক্টর শহীদুল্লাহর ইন্তেকালের পর কবি শামসুর রাহমান তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে একটি কবিতা লেখেন- যার শিরোনাম 'গ্রন্থে আছেন শহীদুল্লাহ' মাতৃভাষা প্রেমিক। ভাষাতত্ত্ববিদ, ধর্মশাস্ত্রবেত্তা, জ্ঞান সাধক ও সমাজ-সংস্কারক -সুপণ্ডিত ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ অবশ্যই তাঁর মূল্যবান ও জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থরাজিতে রয়েছেন। কিন্তু তিনি বেঁচে আছেন অসংখ্য মানুষের স্মৃতিতে, জাতীয় জীবনের ও বাংলাভাষা এবং সাহিত্যের ইতিহাসে, অগণিত মানুষের হৃদয়ে ও স্মৃতিতে। বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী এবং বিশেষ করে বাংলাভাষী মুসলমান সমাজ তাঁকে কখনো বিস্মৃত হবে না। আমার স্মৃতিতেও তিনি অম্লান।